কিনে ইউনিটের নিবেদন

কিনে ইউনিটের প্রথম নিবেদন

শীলা

চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা : **অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়**

সুর-সংযোজনা : **রাজেন সরকার**

প্রযোজনা ॥ নিমিষ রায় ও নির্ম্মল বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাহিনী ॥ বিনয় চট্টোপাধ্যায়-এর গল্পাংশ অবলম্বনে নরেন্দ্রনাথ মিত্র কর্তৃক পরিবর্দ্ধিত। এই কাহিনীর উদবৃত্ত চরিত্র এবং সংলাপ চিত্রনাট্যকার কর্তৃক সংরক্ষিত।

চলচ্চিত্রায়ণ পরিচালনা : প্রভাত ঘোষ। শব্দানুলেখন : বাণী দত্ত, অবণী চাটার্জ্জী। (বহির্দৃশ্যে) সঙ্গীতানুলেখন, আবহসঙ্গীত ও শব্দপুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ। সম্পাদনা : অমিয় মুখোপাধ্যায়। শিল্পনির্দেশনা : বিজয় বোস। গীতরচনা : অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় ও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। নেপথ্য সঙ্গীত : **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, আরতি মুখোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত, অতিথি শিল্পী পূর্ণদাস বাউল**। (নিজের সুরে)। দৃশ্যপট : বলরাম চ্যাটার্জ্জী ও নবকুমার কয়াল। রূপসজ্জা : গোর দাস। সাজ-সজ্জা : দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই, নীহার রঞ্জন সেন। স্থিরচিত্র : ফটোআর্টস্। পরিচয় লিখন : দিগেন ষ্টুডিও। ব্যবস্থাপনা : শিবপদ মিত্র ও নন্দ দুলাল দাস। প্রধান কর্মসচিব : কৃষ্ণ মোহন ব্যানার্জ্জী। প্রধান সহকারী পরিচালক : জগদীশ মণ্ডল।

প্রচার সচীব : ধীরেন মল্লিক। প্রচার অঙ্কন : এস, কে, পাবলিসিটি।

সহকারী বৃন্দ ॥ পরিচালনা : কাজল মজুমদার, সুজিৎ গুহ। সুর-সংযোজনায় : শৈলেশ রায় ও রীতেন সরকার। চলচ্চিত্রায়ণে : শঙ্কর চ্যাটার্জ্জী, শঙ্কর গুহ। (বহির্দৃশ্যে) শব্দানুলেখনে : ঋষি ব্যানার্জ্জী ও পাঁচু মণ্ডল। আবহ-সঙ্গীত, সঙ্গীত ও শব্দ পুনর্যোজনায় : জ্যোতি চ্যাটার্জ্জী, ভোলানাথ, এডেল মূলার। সম্পাদনায় : শক্তিপদ রায়। শিল্প-নির্দ্দেশে : শচীন মুখার্জ্জী। রূপসজ্জায় : পাঁচু দাস।

রূপায়ণে ॥ **সাবিত্রী চ্যাটার্জ্জী, শুভেন্দু চ্যাটার্জ্জী, প্রসাদ মুখার্জ্জী, গঙ্গাপদ বসু, রবি ঘোষ,** শোভা সেন, শেখর চ্যাটার্জ্জী, সবিতাব্রত দত্ত, গীতা দে, প্রেমাংশু বসু, মিতা চ্যাটার্জ্জী, সুমন, শুকু মুখার্জ্জী, চন্দ্রশেখর, ঋষি, কমলরাজ, ডাঃ প্রসাদ ব্যানার্জ্জী, জগদীশ মণ্ডল, ক্ষুদিরাম, মানবেন্দ্র, অমিয়, অতুল, শেলী, শিব মিত্র, বিমল, গীতা খোকন, বাবলু ও মাষ্টার চিন্ময় প্রভৃতি।

আলোক নিয়ন্ত্রণে ॥ হরেন, সুধীর, অবণী, অভিমন্যু, সুদর্শন, সন্তোষ, দিলীপ। দৃশ্যসজ্জা : মারু, সতীশ, সুধীন, গোপিকান্ত, নরেশ, আসরফি সিং, কালীরাম, ফণীন্দ্র, কান্তি, শিবরাম, শান্তি, রমেশ, রামধনী।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥ ডাঃ চপল কুমার চ্যাটার্জ্জী (বোলপুর হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক), সুরুল ছোট বাড়ী ও স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ, মহামায়া হোটেল (বোলপুর), চন্দ্রভাই ষ্টোর (বোলপুর), বোলপুর স্কুল-বাগান ও দেবেন্দ্রগঞ্জের যুবকবৃন্দ।

ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং ফিল্ম সার্ভিসেস্ ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

পরিবেশনা : **সরকার ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটর্স**

২, জহরলাল নেহরু রোড, কলিকাতা-১৩

গল্প

বোলপুরের বাসিন্দা বৃদ্ধ বিপিন গাঙ্গুলীর বড় আদরের একমাত্র নাতনী শীলা ছাড়া তিনকুলে তাঁর আর কেউ ছিল না। তাঁর পুত্র এবং পুত্রবধূ সাতদিনের মধ্যে পর পর কলেরায় মারা যায়। শীলা তখন শিশু;

সেই শিশু নাতনীকে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছেন বিপিন বাবু। শীলা এখন যুবতী। বিপিনের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন শীলা আর তাঁর বড় সাধের একটি ছোটো খাটো স্টেশনারী দোকান। এই দোকানে একটি ছেলে আসতো কলকাতা থেকে। রমেন তার নাম। স্টেশনারী গুডস্-এর ক্যানভ্যাসার সে।

ঘটনাচক্রে শীলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং সেই পরিচয়ের পরিণতি লাভ করে পরিণয়ে। বিয়ের পরে রমেন শীলাকে নিয়ে গিয়ে সুখের বাসা বাঁধলো কলকাতার পাতিপুকুর এলাকায় ঘর ভাড়া নিয়ে। এদিকে বিপিন তাঁর বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বনটিকে হারিয়ে চারিদিক শূন্য দেখতে লাগলেন। বেশী দিন বেঁচেও থাকতে পারলেন না, সবাইকে সুখী দেখে, সুখে রেখে তাঁর বড় আদরের দোকান এবং নাতনীর দায়িত্ব সবকিছু রমনের উপর চাপিয়ে দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

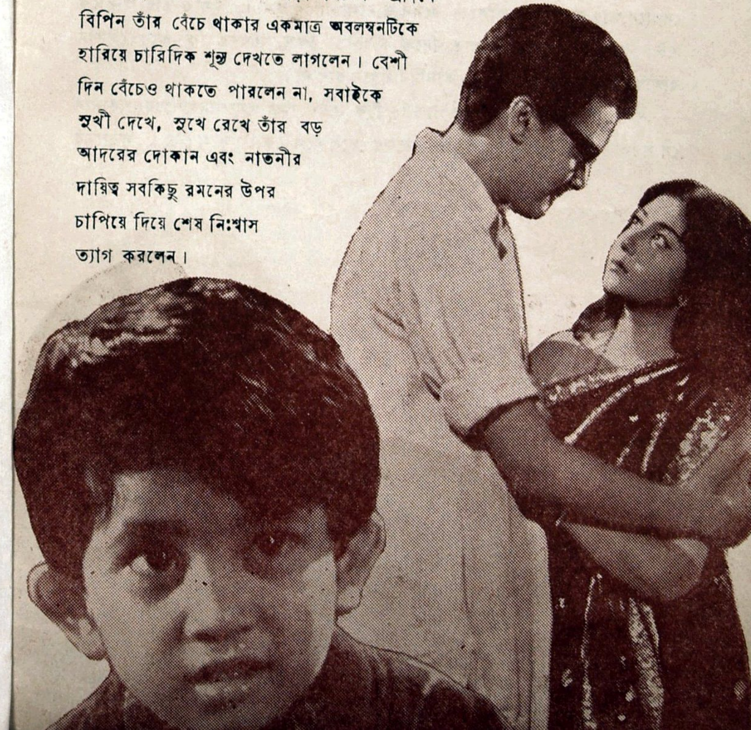

রমেন দোকানটিকে সাজিয়ে গুছিয়ে আরও বড় ক'রে গ'ড়ে তুললো দাদুর নামে। নাম দিল বিপিন-বিপনি। দাদুর শোকের ছায়া মিলিয়ে যেতেই শীলার সংসারে সুখের বাণ ডাকলো।

এমনি একটি দিনে রমেন জানতে পারলো শীলা মা হতে চলেছে। রমেন শীলার কাছে এই কথা শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। আগতপ্রায় সন্তানের সুখের জন্য তার মঙ্গল কামনায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো রমেন। কলকাতায় গিয়ে আগে থেকেই ছেলের জন্যে খেলনা ইত্যাদি কিন্‌তে সুরু করল।

এদিকে শীলা এই চরম আনন্দের মুহূর্ত্তে জানতে পারলো, সে সন্তান সম্ভবা নয়, তার পেটে টিউমার হয়েছে। সে তখনি ছুটলো তায় কলকাতার মাসীমার নার্সিংহোমে. সেখানে তায় অপারেশন হলো। রমেন জানলো না সে কথা। শীলাও তার স্বামীকে এই দুঃসংবাদ জানিয়ে আঘাত দিতে চায়নি। কিন্তু, এখবর কি করে গোপন রাখবে সে? তার যে জীবনে কোনদিন সন্তান হবে না।

শীলা এই কথা ভেবে ভেঙ্গে পড়ে। ঠিক এই সময় মেশোমহাশয়ের পরামর্শে সে সদ্যজাত একটি অনাথ শিশুকে নিজের ছেলে বলে কোলে তুলে নেয়। সন্তানের মুখ দেখে রমেনেরও আনন্দ ধরে না। দিনের পর দিন সেই ছেলে বড় হতে লাগলো আর সেই সঙ্গে শীলার মেশোমশাই ব্ল্যাকমেল করতে লাগলো শীলাকে। শীলা তার সঞ্চিত, দাদুর সঞ্চিত সব কিছু বিলিয়ে দিল, তার মেশোমশায়ের হাতে। তবুও তিনি সন্তুষ্ট নন, তিনি আরও চান, না দিলে সে সব কথা রমেনের কাছে ফাঁস করে দেবে। শীলা মহাবিপদে পড়লো, নিরুপায় হয়ে প্রমাদ গণলো। রমেন একেবারে কিছুই বুঝলো না। সে তখন ছেলের জন্মদিনের আনন্দে বিভোর হয়ে বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ করে বেড়াচ্ছে।

ছেলের জন্মদিনে এসে উপস্থিত হ'ল শীলার মেশোমশাই তাকে দেখে শীলার অন্তর আত্মা কেঁপে উঠল।

তারপর কি হলো? মেশোমশাই কি সব কিছু ফাঁস করে দিল? রমেন কি জান্‌তে পারলো যে এ ছেলে তার নিজের নয়। নাকি এবার টাকা দিয়ে তার মেশোমশাইয়ের মুখ বন্ধ করে দিল। কোনদিন কি রমেন সব কথা জানতে পারবে? পারলে—শীলারই বা কি হবে আর খোকারই বা কি???

সঙ্গীত

(১)

তুমি আসবে, তুমি আসবে
নতুন বেলায় নতুন গানের
সুরে সুরে ভালোবাসবে।
কী করে যে দিন আমি গুনেছি,
কত গোপনে,
কী কথার সান্ত্বনা শুনেছি
ভীরু স্বপনে,
কবে মোর কল্পনা রঙে রসে
তুমি হাসবে।
আমার সাধনা হোক ধন্য
তোমার প্রেমের জয় মালাতে
কখনো আঁধার দিলে ক্লান্তি
আমি রব দীপ জ্বালাতে।
জীবনের ছায়াপটে যে ছবি
আমি এঁকেছি,
যত দ্বিধা জয় করে সে সবি
বুকে রেখেছি,
সাধ ঝরা কোন স্রোতে এত—
আশা মোর ভাসবে॥

লিখেছেন: পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
গেয়েছেন: সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

(২)

একলা ছিলে দোকলা হ'লে, আড়াই হলে মন্দ কি?
প্রেমের পুজার ফলটা তুমি, হাতে হাতে পেলে কি!
কল্পনাতে জল্পনাতে কত সময় বয়ে যায়।
পরিবারের পরিকল্পনাতে এবার মেতে গেলে কি!
ছেলেবেলার হাসি খেলার পুতুল খেলার স্বপ্ন
এত দিনে পেলো বুঝি সফল হবার লগ্ন।
বুকের ছাতি ফুলে যায় আজকে একি গর্ব্বে
এই জীবনের প্রাপ্তিযোগের এই যে নতুন পর্ব্বে।
কি যেন দীপশিখা ধরাতে এলো হায়,
যা কিছু চাওয়া পাওয়া আজ আলোয় ভরে যায়।
খুসীতে মন ভরে কেন গো অকারণে
রং লাগে এ-জীবনে কার আসার লগণে।
বাবা হওয়া এ জগতে এমন কি আর কষ্ট।
বাবার দোষে ছেলে যেন ছেলে না হয় নষ্ট।
হর গৌরীর মিলন ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য
আসে বুঝি সেই কার্ত্তিক ঠাকুর জীবন করে ধন্য॥

লিখেছেন: পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
গেয়েছেন: শ্যামল মিত্র ও আরতি মুখোপাধ্যায়

(৩)

যেদিন মানুষ গড়া হলো তখনি তুমি
রমণীকে করে দিলে মা জননী
দয়াল মা জননী।
চাই নাগো মণিমালা গজমতি হার
বুকের রতন রইলে বুকে চাই কিবা আর
শিশুনামের পরম ধনে মা যে ধনী॥
তৃষ্ণায় আতুর ক'রে ছেলেকে কাঁদাও
মায়ের বুকেতে তুমি মধু ভরে দাও
কে কেমন ভালবাসে বুঝে নিতে দাও
যশোদার বুকে হাসে দেবকী দুলাল
এ তোমারি বিধিলিপি তোমারি খেয়াল
কুন্তীপুত কর্ণ রাধার নয়ন মণি।

কথা: পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়।
কণ্ঠ: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

(৪)

এই বসন্তে আজ কাগের বাসায়
কোকিল এসে পাড়লো যে ডিম
চালতা ডালে জড়িয়ে ওঠে
আলতাপাটি লাল্‌ছে শিম।
টেকোরা চায় কাটতে তেড়ি
খোঁপার বাহার করলো নেড়ি
কালী হবেন সয়স্বতী
ঘসছে সাবান মাখছে ক্রীম।
রবিঠাকুর যায়না হওয়া রাখলে পরে দাড়ি
বড়লোক হয় কিরে ভাই চড়লে মোটর গাড়ী,
তাই না দেখে ঘটোৎকচ
হুইস্কি আনে পিয়োর স্কচ্‌
নেশা করা উঠলো ডকে
এগিয়ে আসে জনক ভীম॥

কথা: অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়
কণ্ঠ: সবিতাব্রত দত্ত

(৫)

ওগো সখি পরের লাগি
পরাণ কাঁদিছে,
পর কখনো হয় আপনার
মন তো আমার জেনেছে॥
পর গিয়েছে পরবাসে
স্বপ্ন দেখি নিশির শেষে
আঁখির পলকে
মনের আগুন দ্বিগুণ জ্বলে
নিভায় না যে সে বিনে॥
দংশিলে কালিয়া নাগে
বিষে অঙ্গ জরো জরো
ঠাণ্ডা হয় কিসে
নীলকণ্ঠ কহে ধনী বাঁচবি কিসে
ধনীর বিষ উঠেছে মস্তকে॥

কণ্ঠ: পূর্ণদাস বাউল

কালিমাতা প্রোডাকসন্স - এর নিবেদন

শ্রীশ্রী মা লক্ষ্মী

সংলাপ

চিত্রনাট্য • পরিচালনা

বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র • হরি ভঞ্জ

পরিবেশনা • সরকার ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স ॥

সরকার ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটর্সের প্রচার সচিব ধীরেন মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত ও অনুশীলন প্রেস,
ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা - ১৩ হইতে মুদ্রিত।